সমকাল

তারিখ ..30 JAN 2016...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...১.....

পাঠ্যক্রমে বইয়ের বোঝা
জ্ঞানের রাজ্যে বাণিজ্যের হানা

সরকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দিচ্ছে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অবকাঠামো নির্মাণের খরচ জোগাচ্ছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট– ধনী-দরিদ্র সব পরিবারের সন্তানরা যেন নামমাত্র ব্যয়ে শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে। যাদের কোচিং সেন্টারে ছেলেমেয়েদের পাঠানো কিংবা বাসায় টিউটর রাখার ক্ষমতা আছে, তাদের সংখ্যা তুলনামূলক কম। অন্যদিকে, শিক্ষায় সরকারের বিনিয়োগের কারণে উপকৃত হওয়া লোক ঢের বেশি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার আলোয় সহজে আলোকিত হওয়ার যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত একটি মহলই বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তারা কিছুতেই শিক্ষা সহজলভ্য হতে দিতে চায় না। আর এ কাজটি করা হচ্ছে অধিক জ্ঞান আহরণের নামে বাড়তি পাঠ সহায়ক বই চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। পাঠ্যসূচি যারা প্রণয়ন করেন, তাদের নিশ্চয়ই ধারণা রয়েছে– কোন শ্রেণীর জন্য কী কী বিষয় পড়ানো উচিত। সে অনুযায়ীই বই নির্বাচন ও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু শুক্রবার সমকালে 'বাড়তি বইয়ের চাপে দিশেহারা শিশুরা' শিরোনামের প্রতিবেদনে এক উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনটি এবং তৃতীয় শ্রেণীতে সর্বোচ্চ চারটি বই পড়ানোর কথা। কিন্তু খোদ রাজধানী ঢাকার অনেক স্কুলে এ তিনটি শ্রেণীর প্রতিটিতে ১৪টি পর্যন্ত বই কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে, বেশি বই পড়লে জ্ঞানের দুয়ার খুলে যাবে বেশি করে। অন্যদিকে, শিক্ষা প্রশাসনে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, এ কাজ বেআইনি। তবে আইন কে প্রয়োগ করবে– সেটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সমকালের প্রতিবেদনে সরেজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বলা হয়েছে– বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও বইয়ের লেখক-প্রকাশকদের কমিশন লোভের বলি হচ্ছেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। কে তাদের থামাবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ে বারবার সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু 'জ্ঞানের ব্যবসায়ীরা' তাতে কর্ণপাত করতে ইচ্ছুক নন। এটা ঠিক যে, স্কুল পর্যায়েও শিশুদের পাঠ্যবইয়ের বাইরে কিছু স্বাধীন পাঠের প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ আবশ্যকীয় শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীন পাঠের মিশেল হতে হবে। কিন্তু বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্য থেকে অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ যেভাবে শিশুদের বইয়ের ব্যাগের বোঝা ভারী করছে, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টির প্রতি জরুরি ভিত্তিতে নজর দিতে হবে।